দীর্ঘমেয়াদী আমাশয় ! আই বি ডি নয়তো

ডা. অমিতাভ রায়
পেট ও লিভার বিশেষজ্ঞ

কারও কারও অন্ত্রের গণ্ডগোল লেগেই থাকে। অনেকের জীবিকার জন্য বাড়ি থেকে বহু দূর যেতে হয় । নিজের ঘরবাড়ি, প্রিয়জনদের কাছ থেকে অনেক দূরে কাজে ডুবে থাকতে হয়। এমনিতেই এটা বিষন্নতার কারণ। এরসঙ্গে শরীরে স্বস্তি না থাকলে বিষাদ যেন বেড়েই চলে।ইমরান (পরিবর্তিত নাম) এই সমস্যায় ভুগছে। বয়সে তরুণ। আমার এই রোগীর পেটে ব্যাথা অনুভব, ঘন ঘন পায়খানা, জ্বর লেগেই থাকতো। কাজের খোঁজে আরব দেশে গিয়েছিল। কাজের জায়গায় চিকিৎসা সুবিধার অভাবে সে বাধ্য থাকতো 'নুসকা' এবং 'টোটকায়'। কিন্তু তাতে দুঃস্বপ্ন বাড়ল। মলের সাথে এবার মাঝে মধ্যে রক্ত যাচ্ছে। সঙ্গে ওজন কমছে।

ইমরানের সমস্যাটা আর লুকানো থাকলো না। সঙ্গীদের নজরে এল। তারা তাকে কাছাকাছি একটা ক্লিনিকে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে সাধারণত যেসব প্রচলিত ওষুধ আছে সেটাই ব্যবস্থাপত্রে দেয়া হল, O2, Metrogyl ইত্যাদি (যেগুলো আমাদের রাজ্যেও বহুল প্রচলিত)। সেখানে চিকিৎসা নিয়ে ইমরানের প্রথম ভ্রম ভাঙলো। সে বুঝল মাসাধিককাল দীর্ঘ সমস্যার জন্য একই গোত্রের বিভিন্ন নামের ওষুধে কোন লাভ হয় না। তার ভোগান্তি কয়েক মাস গড়াল। আগে মলের সাথে রক্ত যেতো। এবার সেটা বদলে গেল রক্ত মিশ্রিত মল-এ। এইসব নিয়ে সে এবার দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিল। ওর confidence- এর জন্য ধন্যবাদ। নিরাময়ের আশাপূরণের জন্য সে বেছে নিল নিজের রাজ্য, ত্রিপুরাকেই। যেখানে চিকিৎসা পরিসেবার নতুন নতুন দুয়ার খুলছে। একদিনের মধ্যেই কোলোনোস্কোপির পর ধরা পড়ল ইমরানের আই বি ডি হয়েছে।

আই বি ডি কি? সোজা কথায় আই বি ডি মানে দীর্ঘমেয়াদী আমাশয় ও পেট জ্বালার সমস্যা। প্রধানত দুই ধরনের হয়। প্রথমটি cronh's diseas । দ্বিতীয়টি আলসারেটিভ কোলাইটিস। পৃথিবীতে ৫০ লক্ষের বেশি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। কোনও স্থায়ী নিরাময় নেই। কেন হয় তার সঠিক কারণ জানা নেই চিকিৎসা বিজ্ঞানে। এ ধরনের রোগী যারা সাহসিকতার সাথে তাদের দৈনন্দিন জীবন সামলাচ্ছেন সমাজ তাদের একটু বুঝুক।

আই বি ডি কি কারণে হয়? ইমরান তো মদ্যপান করে না। ধূমপানও করে না। কিভাবে সে এই রোগের খপ্পরে পড়ল। এতোগুলো প্রশ্নের উত্তরটা সহজ নয়। কেউ বলে আই বি ডি'র মূলে রয়েছে কিছু জেদী জীবাণু ও বিষাণুর দীর্ঘমেয়াদী দুষ্প্রভাব। কেউ বলে বংশানুক্রমিক। কখনও কখনও কারণটা খাদ্যাভ্যাসজনিত। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারণটা অধরাই থেকে যায়। ক্ষতিকর বিষয় হল, প্রাথমিক স্তরে এই সমস্যা ধরা পড়ে না। স্তিমিত থাকে। যখন আপনি এই লেখা পড়ছেন, হয়তো আই বি ডি আপনার অন্ত্রে হামলা চালাচ্ছে। শুধুমাত্র খুব সতর্ক লোকেরাই এই রোগের বিপদ সংকেতগুলো বুঝতে পারেন। যেমন মলের সাথে রক্ত যাওয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া, রক্তাল্পতা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা অর্থহীন কিছু ট্যাবলেট খেয়ে নেন। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রান্ত-বৃহদান্ত পরখ করার কার্যকরী উপায় কোলোনোস্কোপি করতে চান খুব কম লোকই। কবি পক্ষ যখন চলছে, প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃতি চলেই আসে— 'যদি তুমি কাঁদো জীবন থেকে সূর্য চলে গেছে বলে, তোমার অশ্রু তোমাকে তারাও দেখতে দেবে না।'

ঠিকঠাক ওষুধ নেয়ার পর ইমরান এখন ভাল আছেন। কিছু বিষয় এখনও সুরাহার বাকি। অলসতা মনকে কলুষিত করে। নির্বোধ মন ভ্রান্তির শিকার হয়। স্বাভাবিকভাবেই সুবর্ণ ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়ানো যুবকের জন্য আই বি ডি টা মাথা ব্যথারই কারণ। এটা জীবনের গুণমানে দারুণভাবে প্রভাব ফেলে। এই সমস্যার জন্য দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা প্রয়োজন। অনেক সময় আজীবন ওষুধ খেতে হয়। লম্বা চলতে দিলে সমস্যাটা আরও গভীরতর হতে পারে। এমনকি ক্যানসারেও পরিণত

হতে পারে। হয়তোবা কখনও কখনও রোগীর মনোবল ধরে রাখতে আমরা সত্যটা গোপন করি।

এ ধরনের বিরল রোগের জন্য একটা প্রতিবেদন কতটা কার্যকর হতে পারে? অনেকটাই পারে। কারণ সমস্যাটা গোড়াতেই ধরা গেলে এই রোগীর সংখ্যা ও ভোগান্তি কমানো যেতে পারে। চিকিৎসায় সুবিধা হয়। মনে রাখা দরকার আজকে যেটা বিরল রোগ, কাল তা সচরাচর হতে দেখা যেতেও পারে। বিখ্যাত কমেডিয়ান ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ সম্পর্কিত একটি সংলাপ মনে পড়ে গেল। আগে যত রোগ ছিল 'ইয়া-ইয়া'। । যেমন ম্যালেরিয়া, ডিপথেরিয়া, ফিলারিয়া ইত্যাদি। এখন 'ইস-ইস' রোগের প্রচলন বেশি। যেমন কোলাইটিস, প্যানক্রিয়াটিটিস, আর্থারাইটিস। দহনযোগ্য রোগ বাড়বে আর সংক্রমণকারী রোগ কমবে। একথা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বোধ হয় আঁচ করতে পেরেছিলেন।

আগে আই বি ডিকে পাশ্চাত্যের রোগ মনে করা হতো। কিন্তু গত এক দশকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে এই রোগ ভীষণভাবে দেখা দিচ্ছে। ভারতে প্রতি বছর ১২ লক্ষের উপর অন্ত্রের দহন জ্বালায় ভোগা রোগী পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু খুব কম লোকই এই রোগের জটিলতা সম্পর্কে জানেন। ভারতে ক্রোনস ডিডিজের চেয়ে আলসেরেটিভ কোলাইটিসের রোগীর সংখ্যাই বেশি। আলসারেটিভ কোলাইটিজ শুধুমাত্র অন্ত্র এবং পায়ুপথকে প্রভাবিত করে। তাই সবচেয়ে জরুরী পরীক্ষা হচ্ছে কলোনোস্কোপী ও বায়োপ্সি। কিন্তু আধুনিক মল পরীক্ষা পদ্ধতিতে (Fecal calprotectim & FOBT) কিছু সূত্র পাওয়া যায়। বায়োপ্সি, কলোনোস্কোপী ও কিছু ক্ষেত্রে পেটের সিটি স্ক্যান এর সমন্বয়ে এর কারণ ধরা যায়। সরাসরি আই বি ডি বলার আগে অন্ত্রের টি বি থেকে এ সমস্যা হচ্ছে কিনা তা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হয়।

এই প্রেক্ষাপটে গত ১৯ মে গোটা পৃথিবীতে উদ্‌যাপিত হয়েছে বিশ্ব আই বি ডি দিবস। সমাজের সংবেদনশীল আচরণ এই ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। তাই রোগীদের নিয়ে গঠিত সংগঠনগুলো চারটা মহাদেশের ৩৪টি দেশে নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করেছেন। বিশ্ব জুড়ে আই বি ডি দিবসে আওয়াজ উঠেছে স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর। খাদ্যাভ্যাস, পরিবেশ, জীবনধারা এবং বিভিন্ন রকমের ওষুধ এসব রোগ তৈরি করছে। সচেতনতা ছাড়া ওগুলো থেকে রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছু হতে পারে না। রোগের লক্ষণ দেখলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া বিশেষ প্রয়োজন।